রাম মনোহর লোহিয়া: সমাজবাদ ও রাষ্ট্রভাবনা

আলিউল হক

ভুমিকা:

ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে বিশ্বৈক রাষ্ট্রচিন্তার ধারায় যে সর্বসমতাবাদী (Egalitarianism) ভাবনার উন্মেষ ঘটে পরবর্তীকালে তা কাল্পনিক সমাজবাদ (Utopian Socialism), বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ (Scientific Socialism), গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism), ফেবিয়ান সমাজবাদ (Fabian Socialism) ও সিন্ডিকালিজম (Syndicalism) বিভিন্ন নামে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটেছে। সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ও তার বিভিন্ন ধরন এবং কৌশলের পরিবর্তন এবং পরিমার্জন ঘটেছে। ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, অচচুত পটবধন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা এবং রাম মনোহর লোহিয়া। ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রে রাম মনোহর লোহিয়া একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। তাই তার নয়া সমাজবাদের ধারণা, রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত চৌখাম্বা বা চতুরস্তম্ভ মডেল, এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তন সংক্রান্ত সপ্তক্রান্তির ধারণাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা রামমোহর লোহিয়ার এই ভাবনাগুলোর উপরে আলোকপাত করবো।

জীবনী ও লেখনী:

স্বাধীনতা সৈনিক বাবা হীরালাল লোহিয়ার এবং মা জানকি দেবীর পুত্র রাম মনোহর লোহিয়া (জন্ম ২৩ মার্চ, ১৯১০-মৃত্যু ১২ অক্টোবর ১৯৬৭) উত্তরপ্রদেশের আকবরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন যথাক্রমে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড এবং জার্মানিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি

লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে জার্মানি থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশে ফেরেন এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তা রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে মূলত কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (Congress Socialist Party, CSP) সোশালিস্ট পার্টি (Socialist Party, SP) এবং প্রজা সোশালিস্ট পার্টিকে (Praja Socialist Party, PSP) এবং সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টিকে (Sanyukt Socialist Party SSP) কেন্দ্র করেই।

যে সমস্ত লেখনীর মাধ্যমে আমরা রামমনোহর লোহিয়ার চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হই সেগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে। Salt Taxation in India (1932 এটি হলো তার পিএইচডি গবেষণার বিষয়), The Struggle for Civil Liberation(1936), The Wheel of History (1950), Aspects of Socialist Policy (1952), The Doctrinal Foundations of Socialism (1952), Will to Power and Other Writings (1956), Towards the Destruction of Class and Caste (1958), Preface to Marx Gandhi and Socialism (1963), India China and Northern Frontiers (1963), Foreign Policy (1963), The caste System (1964), Interval During Politics (1965), Fragments of World Mind (1965), Mankind (Journal 1961 to 1968), Guilty Men of India's Partition (2000)।

ইতিহাস চেতনা:

লোহিয়ার সমাজবাদ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা তার ইতিহাস চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'Wheel of History' গ্রন্থে তার এই ইতিহাস চেতনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। লোহিয়ার কাছে ইতিহাস কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি নয়। ইতিহাসের নিজস্ব একটি ধরন আছে। তার মতে ইতিহাস সব সময় একটি সরলরেখায় ক্রমাগত উন্নতির দিকেই এগিয়ে চলে না। তিনি ইতিহাসের চক্রাকার গতির সমর্থক। তিনি মার্কসের ইতিহাসের তত্ত্বকে বর্জন করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দুটি নীতির উল্লেখ করেন পরবর্তীকালে আরো একটি নীতির কথা বলেন। সেগুলি হল-

১) ক্ষমতা ও বৈভবের নিরিখে সমাজ গুলির মধ্যেকার শ্রেষ্ঠত্বের সংঘাত (The struggle among various Society for supremacy in terms of power and prosperity): এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ইতিহাস চক্রাকারে আবর্তিত হয় কারণ কোন সামাজ ই সব সময় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে

প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ক্ষমতা এবং উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২) প্রত্যেকটি সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যেকার সংঘাত (The struggle among various divisions within every society): পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজেই দুই ভাগে বিভক্ত। তারা হলো শ্রেণী এবং জাত তারা নিরন্তর তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে চলে। শ্রেণী সামাজিক সচলতা অনুমোদন করে তার ফলে মানুষ উচ্চতর অবস্থান থেকে নিম্নতর অবস্থানে গমনা গমন করতে পারে। অন্যদিকে জাত সামাজিক সচলতা অনুমোদন না করায় ব্যক্তি তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক অবস্থানে স্থির থাকে। জাত ব্যবস্থা একটি দুষ্ট চক্রের মত আবর্তিত হয় এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গুলি কেন্দ্রীভূত হয় কিছু মানুষের জন্য। প্রতিটি সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি সব সময় শ্রেণী এবং জাতির মাঝে দোদুল্যমান থাকে।

৩) মানবজাতির যথাযথ মূল্যায়ন (Approximation of mankind): এই তৃতীয় নীতিটি মানব ঐক্যের কথা বলে। উৎপাদনের প্রযুক্তি, কলাকৌশল, ধারণা, ভাষা এবং ধর্ম মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে। এই নীতিটি মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করে। অবশ্য বর্তমান সমাজে মানুষ সচেতনভাবেই পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছে। এই তৃতীয় নীতিটির মাধ্যমেই লোহিয়ার মানব সভ্যতার অগ্রগতির দর্শনকে নির্দেশ করে।

নয়া সমাজবাদের ধারণা (Concept of New Socialism):

রাম মনোহর লোহিয়ার রাজনৈতিক দর্শন হলো নয়া সমাজবাদের দর্শন। তিনি পশ্চিমের সমাজবাদকে বর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশী সমাজবাদ ভারতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নয়া সমাজবাদ ভারতবাসীর উন্নতি এবং সমৃদ্ধির সোপান রচনা করতে পারে কারণ নয়া সমাজবাদ নয়া সভ্যতা ও বটে। তিনি তার নয়া সমাজবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে কর্মসূচিও নির্মাণের কথা বলতেন যার মাধ্যমে অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তার সমাজবাদী দর্শন সমতা এবং সমৃদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত । তার সমাজবাদ, সাম্যবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদের চরম বিরোধী বাস্তব ধর্মী এক দর্শন। তার মতে পশ্চিমী সমাজবাদের কোন বিশ্বজনীন বীক্ষা নেই। তার মতে, ভারতে একমাত্র গান্ধীবাদই সমাজবাদের উপযুক্ত পরিবেশ

রচনা করতে পারে। ১৯৫২ সালের মে মাসে সোশালিস্ট পার্টির পাঁচমারি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সমাজবাদ সম্পর্কিত তার মৌলিক গবেষণাটি তুলে ধরেন। তার নয়া সমাজবাদের মূল বক্তব্য গুলি ছিল নিম্নরূপ-

- পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদ কেউই সমাজের আমূল বদলের সহায়ক নয় কারণ উভয় দর্শনই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

- ধণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েই উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি এবং উপায়ে ই বিশ্বাসী। একমাত্র পার্থক্য হল ধনতন্ত্রে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান হয় অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে কোন শ্রেণী বা দল একচ্ছত্রভাবে লাভবান হন। বাস্তবে সমাজে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না।

- সাম্যবাদ এবং গণতন্ত্র উভেয়েই সমাজের রূপান্তর মানুষের স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতির রূপান্তরে অসামর্থ্য। তাই উভয়কেই বর্জন করা উচিত।

- সমাজবাদ সীমাবদ্ধ পুঁজিবাদ অথবা মিশ্র অর্থনীতি কোনোটাতেই বিশ্বাসী নয়। সমাজবাদ মনে করে এই পদ্ধতিতে কখনো সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায় না।

- সমাজবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ থেকে ধনতন্ত্রের এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে বিকেন্দ্রীভূত এবং মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

লোহিয়া তার বিখ্যাত 'Wheel of History' গ্রন্থে বলেছেন যে, মানব সমাজের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর কেলসিত জাত ব্যবস্থার সাথে অবিন্যস্ত অসংলগ্ন শ্রেণি ব্যবস্থার সংঘাত। এইজন্য তার কাছে সাবেকি এবং শৃঙ্খলিত সমাজবাদ হল "a dead doctrine and dying organisation"। এইজন্য তিনি নয়া সমাজবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তার সঙ্গে নতুন সমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে আধুনিকতার বিরোধী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তনের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়াসের কথা বলেছেন। রাম মনোহর লোহিয়া নয়া সমাজবাদী পৌঁছানোর ছয়টি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল-

- সর্বোচ্চ অর্জনীয় সমতা- এর জন্য অর্থনীতির জাতীয়করণ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হতে পারে;

- শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবনেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে একটি মর্যাদা সম্পন্ন জীবন যাপন সুনিশ্চিত করা;

- সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি বিশ্ব সংসদ এবং বিশ্ব সরকার গঠন করা;
- ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আইন অমান্যের নীতি অনুশীলন করা যাতে নিরীহ এবং অসহায় মানুষও শোষণ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অভ্যাস অর্জন করে;
- চৌ-স্তম্ভ রাষ্ট্র (চৌখাম্বা রাষ্ট্র বা Four-Pillar state);
- বিকাশের কলাকৌশলের বিবর্তন- যা উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ;

সপ্তক্রান্তি বা সাত বিপ্লব (Seven Revolution):

লোহিয়ার সমাজবাদের ধারণার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সমতা। তার কথায় "socialism is a doctrine of equality"। তার সমতার ধারণাটি অভিনব। তার কাছে সমতার অর্থ সকলের প্রতি সমান ব্যবহার বা সমান পুরস্কার প্রদান নয়। তার কথায় যদি ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমতা না থাকে তাহলে ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, নৈতিকতা, ভাতৃত্ববোধ, স্বাধীনতা, সার্বজনীন কল্যাণ কোন কিছুই সমাজে বিকশিত হতে পারে না। এর জন্য তিনি সাত প্রকারের বিপ্লবের কথা বলেছেন যা অসাম্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

নারী পুরুষের সমতার বিপ্লব (Revolution for equality between man and woman):

লোহিয়ার মতে সমস্ত প্রকারের অন্যায়ের মূল নিহিত আছে নারী পুরুষের মধ্যে কার অসাম্যের মধ্যে। তাই নারী পুরুষের মধ্যকার অসাম্য দূর না করলে, সমাজে সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা না করলে দুই লিঙ্গের মধ্যেকার কোন ধরনের অসাম্যের অবসান ঘটবে না। কতকগুলি সুযোগ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে এই অসাম্যের অবসান ঘটবে না।

বর্ণ বৈষম্যের অবসান (Abolition of inequalities based on colour):

বর্ণগত স্বৈরাচার হল পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শোষণের নাগপাশ। যদিও চামড়ার বর্ণ কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা সৌন্দর্যের মাপকাঠি নয়। ইউরোপের সাদা চামড়ার মানুষদের দীর্ঘ শাসন এবং ভারতের উচ্চ বর্ণের মানুষের তুলনামূলক সাদা চামড়া, শ্রেষ্ঠত্ব এবং শাসনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নন্দনতাত্ত্বিক বিপ্লব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের থেকে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জন্ম ও জাতের অসাম্যের বিলোপ (Elimination of inequalities of birth and caste):

তিনি মনে করতেন জাত ব্যবস্থা হল ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে ভয়ংকরতম অসুখ এবং বাস্তবতা। সমাজবাদ এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল এই জাত ব্যবস্থা। তিনি মনে করতেন বৈদেশিক আক্রমণকারীদের কাছে পরাভূত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জাত ব্যবস্থা। জাত ব্যবস্থার শিথিলতায় কেবলমাত্র ভারতকে শক্তিশালী করতে পারে। এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শূদ্র সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা ভীষণ প্রয়োজন। তার কাছে "caste was ossified class and class was mobile caste"। তিনি মনে করতেন নিরন্তর সচেতনতাই জাত ব্যবস্থার এই গরল থেকে মুক্তি দিতে পারে। তার কথায় "not equal opportunity, but preferential opportunity can pull down the walls of these narrow coteries"।

উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা (Economic equality through increase in production):

অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব হল ধনির বিরুদ্ধে দরিদ্রের বিপ্লব, বৃহৎ এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রের বিপ্লব। অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, যথাযথ মজুরি, অবসর যাপন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপরে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক দিশা নির্দেশ।

সমস্ত প্রকার সংগঠিত অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা (Protecting the privacy of individual life from all collective encroachments):

ব্যক্তি তার গোপনীয়তার অধিকার নিরন্তর হারিয়ে ফেলছে বিভিন্ন সংস্থার কাছে। কখনো জনকল্যাণের নামে কখনো পরিকল্পনার নামে ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত বাধ্যবাধকতার কারণে। কিন্তু যেটা প্রয়োজন সেটা হল "rights of privacy and freedom must be recognised in all those spheres, which are not directly connected with property"।

অস্ত্র সীমিতকরণ (Limitation on armaments):

মহান এবং প্রাজ্ঞ মানুষ কখনোই অস্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করেনি। পরমাণু অস্ত্রের আবিষ্কার যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধ্বংসলীলা কে অনেক ক্ষেত্রেই

চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তার মতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো আইন অমান্য এবং নাগরিক প্রতিরোধ। এটাই দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচার কে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠবে।

চৌখাম্বা রাষ্ট্র বা চতুরস্তম্ভ রাষ্ট্র (Four- pillar state):

রামমোহর লোহিয়ার সমাজবাদী ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চৌখাম্বা রাষ্ট্র বা Four- pillar State এর ধারণা। চৌখাম্বা রাষ্ট্রের ধারণা বিকেন্দ্রীকরণের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। প্রকৃত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি চৌখাম্বা রাষ্ট্রের ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছেন। তার কল্পিত রাষ্ট্র মূলত চারটি স্তরে বিভক্ত।রাষ্ট্রের এই চারটি স্তম্ভ হল গ্রাম (village), জেলা (district), প্রদেশ (province) এবং কেন্দ্র (centre)। সম্মান এবং মর্যাদায় এই চারটি স্তম্ভ সমান। চৌখাম্বা রাষ্ট্র একইসঙ্গে একটি কাঠামো এবং একটি পদ্ধতি নির্মাণ করে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত হবে যাতে সকল মানুষই সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। চারটি স্তরেই ক্ষমতার বিভাজন সুষমভাবে থাকবে। চৌখাম্বা রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী থাকবে কেন্দ্রের এবং সশস্ত্র পুলিশবাহিনী থাকবে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে এবং বাকি সমস্ত প্রকার পুলিশ থাকবে জেলা এবং গ্রাম স্তরের নিয়ন্ত্রণে। বৃহৎ শিল্প যেমন রেল বা লোহা এবং স্টিল কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে অন্যদিকে বস্ত্র শিল্পের ছোট ছোট একক গুলি জেলা এবং গ্রাম স্তরের অধীনেই পরিচালিত হবে। মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি কেন্দ্রের হাতে দেওয়া থাকলেও কৃষি কাঠামোর পুঁজি এবং শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, জেলা এবং গ্রাম স্তরের উপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। যথেষ্ট পরিমাণের রাজস্ব জেলা এবং গ্রামীণ স্তরের হাতে থাকা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের যথার্থ এবং সর্বোচ্চ সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায় এই রাষ্ট্র অশিক্ষা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষ সক্ষমতা অর্জন করবে এবং গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির অর্থনীতিকে সংস্কার সাধন করতে হবে অর্থনীতির উপরে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যাতে নিয়ন্ত্রণ দুর্নীতি রোধ এবং অদক্ষতাকে মোকাবিলা করা যায়। যাতে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। তার জন্য মূল্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এর ফলে অসাম্য দূরীভূত হবে। যথার্থ সমাজবাদ, পরিকল্পনা রূপায়ণ করে জাতীয় অর্থনীতির

পুনর্গঠনর উদ্দেশ্যে। তাই তার সমাজবাদে ভারতের অর্থনীতির পুনর্গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার মতে প্রকৃত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন-

- অনুর্বর, পতিত ও জলা জমিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা (Reclamation of Westland)
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপরে গুরুত্ব আরো (Small unit technology)
- জমির সমবন্টন (Equal distribution of land)
- খাদ্য সেনা গঠন (Food army)
- ভূমি রাজস্বের অবসান (Abolition of land revenue)
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষবাস প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব আরো (Emphasis on small and medium schemes of irrigation)
- আয় ও ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ (Restrictions on expenditure and consumption)

দারিদ্র দূরীকরণ:

রাম মনোহর লোহিয়ার সমাজবাদী ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দারিদ্র দূরীকরণ। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজের মধ্যে দারিদ্র থাকলে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দারিদ্র্যের দূরীকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ১৩ টি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে

১) কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যে সমতা বজায় রাখা

২) বেতনের উর্ধ্বস্তর নামিয়ে আনা

৩) ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্ভাবন এবং উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান

৪) রাষ্ট্র কর্তৃক রুগ্ন শিল্পের অধিগ্রহণ

৫) নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন দুর্নীতি নিরোধ কমিশন গঠন

৬) কৃষকের হাতে জমির মালিকানা অর্পণ এবং জমির নথিভুক্তির ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি রোধ

৭) এক কোটি নতুন জমিতে উৎপাদন করার জন্য খাদ্য বাহিনী গঠন

৮) চৌখাম্বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং অর্থনীতির নির্মাণ

৯) গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

১০) পলিটেকনিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেন্দ্র গড়ে তোলা

১১) নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা

১২) বিশ্ব শান্তি এবং সহযোগিতা বজায় রাখা; জাতি- রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমতা রক্ষা করা

১৩) কৃষিকাজ, চাষবাস এবং রাস্তার নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া।

দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে রাম মনোহর লোহিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচার এবং সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উপযুক্ত এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সোপান মনে করতেন। তাই তিনি মনে করতেন - "decentralised socialism with all its appropriate forms of small machines, cooperative labour village government and so forth" তিনি শিল্পায়ন বলতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দিতেন তার মতে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিস্তর সুবিধা রয়েছে। কারণ আমাদের ছোট ছোট গ্রাম এবং শহরগুলিতে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের প্রাচুর্য রয়েছে। এই সমস্ত শিল্প গুলির নিয়ন্ত্রণ তিনি গ্রাম এবং জেলা স্তরে সরকারের হাতে অর্পণের কথা বলেছেন।

উপসংহার:

ভারতে সমাজবাদী চিন্তার বিকাশে রাম মনোহর লোহিয়ার অবদান অতুলনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ যে সমস্ত অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন তার অনেক সমস্যার সমাধানের উপায় লোহিয়ার সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় আছে। কারণ তার রাজনৈতিক দর্শন ভারতের সাবেকি এবং দেশজ প্রতিষ্ঠান এবং ভাবনার উপর অদম্য বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তার সমাজবাদী ভাবনা-চিন্তা এবং আন্দোলনকে স্বাধীনতা উত্তর কালেও বহন করেছিলেন।

তিনি তার ভাবনায় সমাজবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সমতাবাদী সমাজে পৌঁছানোর কৌশল হিসাবে। লোহিয়া সমাজতন্ত্রের যে কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গান্ধীবাদ এবং মার্কসবাদকে প্রয়োজন অনুসারে নিষিক্ত করেছেন। এইজন্য তার সম্পর্কে বলা হয় "Lohia was a Gandhian among revolutionaries and a revolutionary among Gandhians" পরিশেষে বলা যায় আজকে সশরীরে লোহিয়া আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার ভাবনা-চিন্তা আজও ভারত তথা পৃথিবীতে সর্বসমতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর বহু মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে।

Reference:

1. Bhattacharya,B.K.& Kapoor, Mastram Eds.(2012) Salient Ideas by Ram Manohar Lohia. New Delhi: Anamika Publishers and Distributors PVT.LTD
2. Sing, Usha(1985) Economic Thought of Indian Socialists. Delhi: Deep and Deep Publishers
3. Bhattacharjee, Arun (1993) the Prophets of Modern Indian Nationalism. Delhi: Ashish publishing house
4. Chakraborty, Bidyut& Pandey, Rajendra Kumar (2009) Modern Indian Political Thought. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.
5. Dutta, Amlan(1993) Beyond Socialism. Bombay: Popular Prakashan
6. Desai, A.R. (1996) Social Background of Indian Nationalism. Bombay: Popular Prakashan
7. Ganguly, S.M. (1984) Leftism in India: M.N Roy and Indian Politics. Calcutta: Minerva Publications
8. Ghose, Shankar (1984) Modern Indian Political Thought. New Delhi: Allied Publishers
9. Lohia, R.M (1950) Wheel of History, Hyderabad: Navahind Prakashan
10. Lohia, R.M (1963) Marx, Gandhi & Socialism. Hyderabad: Navahind Prakashan